অধ্যায়ে ভারতের বৈদেশিক মূলধন ও বৈদেশিক সাহায্যের বিভিন্ন দিকও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

■ ১৭.১. ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব (Importance of Foreign Trade of India)

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে অর্থাৎ 1947 সালের আগে ভারত ব্রিটেনের উপনিবেশ থাকায় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যও ছিল ঔপনিবেশিক। ফলে ঐ সময়ে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থে পরিচালিত হত। স্বাধীনতার পর ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়নশীল অর্থনীতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়ানোর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। স্বাধীনতার পর ভারতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বের দিকগুলি হল ঃ

(১) **উন্নয়নমূলক আমদানি (Development Imports) ঃ** স্বাধীনতার পর ভারত সরকার দ্রুত হারে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করে। ফলে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম দেশের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় উৎপাদন করা সম্ভব নয় সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আমদানি করার প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত আমদানি যেগুলি হয় নতুন উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে নতুবা দেশে অবস্থিত উৎপাদন ক্ষমতাসমূহ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে সেগুলিকেই বলা হয় **উন্নয়নমূলক আমদানি**। যেমন—নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপন, হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রকল্প স্থাপন ইত্যাদির জন্য আমদানি হল উন্নয়নমূলক আমদানি। সুতরাং উন্নয়নমূলক আমদানির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

(২) **রক্ষণাবেক্ষণজনিত আমদানি (Maintenance Imports) ঃ** ভারতীয় অর্থনীতির শিল্পোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহারের জন্য কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পর্যায়ের দ্রব্য আমদানির প্রয়োজন হয়। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন ক্ষমতার সম্পূর্ণ ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত বিষয় আমদানি করতে হয় সেগুলিই হল **রক্ষণাবেক্ষণজনিত আমদানি**। ভারতীয় অর্থনীতিতে এই ধরনের আমদানির প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। কারণ ভারতের বহু প্রকল্পে এই ধরনের আমদানিজাত দ্রব্যের অভাবে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং রক্ষণাবেক্ষণজনিত আমদানির পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

Scanned with CamScanner

(গ) ভোগ্যদ্রব্য আমদানি (Consumer Goods Imports) : শিল্প উন্নয়নের সময় উন্নয়নশীল দেশগুলির আমদানি ছাড়াও যে সমস্ত ভোগ্যদ্রব্যের দেশের অভ্যন্তরে অভাব থাকে সেই ভোগ্যদ্রব্যেরও আমদানির প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত আমদানিকৃত দ্রব্য হল মুদ্রাস্ফীতি নিরোধী। [illegible] ভোগ্যদ্রব্যের অভাব দূর করে। এই ধরনের আমদানির উদাহরণ হল স্বাধীনতার পর ভারতের খাদ্য আমদানি। ভোগ্যদ্রব্য আমদানির পরিপ্রেক্ষিতেও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বকে স্বীকার করা যায়।

সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে আমদানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যে বিপুল ঘাটতি দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে [illegible] প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। স্বল্পকালে বৈদেশিক সাহায্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের [illegible] করলেও দীর্ঘকালে কিন্তু এই বোঝা ভারতকেই বহন করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতের [illegible] আমদানির জন্য ভারতের ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা বহন করার জন্য রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর [illegible] করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ভারতের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক সাহায্য [illegible] প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যই হল শ্রেষ্ঠ।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষা করতে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করতেই বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি দৃঢ় ও সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই জাতীয় স্বার্থে দেশে অর্থনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি [illegible] ভারতের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য দুটি পথ আছে। পথ দুটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিকল্প নয় একে অপরের পরিপূরক। পথ দুটি হল বাণিজ্য ও সাহায্য (Trade and Aid)। সেইজন্যই ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশগুলির বর্তমান দিনের স্লোগান হল—**বাণিজ্য ও সাহায্য (Trade and Aid)**।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, ভারত সহ বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পূর্ণ সুফল থেকে বঞ্চিত। এই ব্যাপারে অধ্যাপক প্রেবিশ (Prebisch), সিঙ্গার (Singer) প্রমুখ অর্থনীতিবিদের মতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে আয়বৈষম্য ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে। কারণ অনুন্নত দেশগুলি প্রধানত প্রাথমিক ও কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশ। ফলে এই সমস্ত দেশের উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম কাজ করে। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলি যন্ত্রনির্মিত দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশ। ফলে এই সমস্ত দেশের উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম কাজ করে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে উন্নত দেশের যন্ত্রনির্মিত দ্রব্যের চাহিদা অনুন্নত দেশগুলিতে বাড়তে থাকে। এইভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য হার অনুন্নত দেশের বিপক্ষে যায়। তাই তাঁদের মতে, বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতসহ অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য না করে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

এই সমস্ত তত্ত্বগত আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবেশকে [illegible] অনুকূলে নির্ধারণ করে তা অস্বীকার করা যায় না।

■ ১৭.২. ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের [illegible]

4,77,860 কোটি কিন্তু 2013 সালে 1,86,910 কোটি টাকা, 2014 সালে 1,62,880 কোটি টাকা, 2015 সালে 1,43,350 কোটি টাকা, 2016 সালে 1,00,860 কোটি টাকা এবং 2017 সালে 3,14,000 কোটি টাকা। বর্তমানে 2018 সালের মে মাসে ভারতে চলতি খাতে বাণিজ্য উদ্বৃত্তে ঘাটতির পরিমাণ হল 1,462 কোটি আমেরিকান ডলার (USD) যেটির পরিমাণ ছিল 2017 সালের মে মাসে 1,384 কোটি আমেরিকান ডলার।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পরিকল্পনার শুরু থেকে ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণের পূর্ব পর্যন্ত (1990) লেনদেন ব্যালেন্সের সমস্যা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছাড়া বর্তমান ছিল। ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণের পর (1990) লেনদেন ব্যালেন্সের ঘাটতি প্রকট ছিল। পরবর্তীকালে এই ঘাটতি কিছুটা কমলেও বর্তমানে এই ঘাটতির সমস্যা কিন্তু ভয়াবহ।

• **১৭.৩.২. ভারতের লেনদেন ব্যালেন্সে ঘাটতির কারণ (Causes of Adverse Balance of Payments in India) ঃ** ভারতের লেনদেন ব্যালেন্সের ঘাটতি একাধিক কারণের জন্য ঘটে চলেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(১) **খাদ্য আমদানি ঃ** ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। পূর্বের তুলনায় অবস্থার উন্নতি ঘটলেও খরা ও বন্যাজনিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বিদেশ থেকে খাদ্যসামগ্রী অধিক পরিমাণে আমদানি করতে হয়।

(২) **মূলধন দ্রব্য ও কাঁচামাল আমদানি ঃ** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ও পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে শিল্প সম্প্রসারণের জন্য মূলধনী দ্রব্য, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রচুর পরিমাণে আমদানি করতে হয়।

(৩) **ভোগ্যদ্রব্য ও ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানি ঃ** পরিকল্পনাকালে প্রচুর পরিমাণে উন্নয়ন-মূলক ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয়ের অসম বণ্টন বৃদ্ধি পায় এবং দেশের মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের হাতে আয় ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যদ্রব্য আমদানি করতে হয়। তাছাড়া এই সমস্ত ভোগ্যদ্রব্য দেশের মধ্যে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের আমদানিও বৃদ্ধি পায়।

(৪) **মুদ্রাস্ফীতি ঃ** ভারতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে ভারতের বাজারে পণ্য বিক্রয় বিদেশিদের কাছে সুবিধাজনক হয় এবং বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্য বিক্রয় অসুবিধাজনক হয়। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃমূল্যের মধ্যে অসমতার জন্য ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাহত হয়।

(৫) **রপ্তানি-বাণিজ্যে অসফলতা ঃ** ভারতে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার সন্তোষজনক নয়। বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্য তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে বিশেষ করে অর্থনৈতিক উদারীকরণের সময় থেকে। এছাড়া ভারতীয় রপ্তানিজাত দ্রব্যের গুণগত মান বহু ক্ষেত্রেই বিদেশিদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া ভারতের রপ্তানিজাত দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম। বর্তমানে ভারতের রপ্তানিজাত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও আমদানির পরিপ্রেক্ষিতে বহু সময়ই সেটি যথেষ্ট নয়।

(৬) **পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের সমস্যা ঃ** তৈল রপ্তানিকারী দেশগুলির অপরিশোধিত তৈলের দাম বৃদ্ধি করার ফলে ভারতের আমদানি খাতে ব্যয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিদেশে মুদ্রাস্ফীতির জন্যও ভারতের আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ভারতে লেনদেন ঘাটতির অন্যতম কারণ হল এই পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি এবং তার ফলে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি।

(৭) **প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্কের অভাব ঃ** ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীনের সঙ্গে নানা কারণে সুসম্পর্ক না থাকায় ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাহত হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য বাংলাদেশ ও চীনের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের দিক দিয়ে সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে।

(৮) **বিদেশি ঋণ ঃ** ভারত বিভিন্ন কারণে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেছে। সেই ঋণের সুদ প্রদানের জন্য ভারতকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাঠাতে হয়।

(৯) **বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের লভ্যাংশ ঃ** ভারতে যে বিশাল পরিমাণ বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছে তার মুনাফার অংশ বিদেশে পাঠানোর জন্যও বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণের পর এই খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১০) **প্রতিরক্ষা খাতে আমদানি ঃ** প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মধুর না থাকায় প্রতিরক্ষা খাতে আমদানি ব্যয় অত্যধিক। বর্তমানেও কিন্তু এই খাতে ব্যয় হ্রাস পায়নি।

Scanned with CamScanner

(১১) **কাঠামোগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঃ** ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ভারতের উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় অধিক। প্রকৃতপক্ষে মূলধনী দ্রব্যের অভাব, কাঁচামালের ঘাটতি, শক্তি সংকট, কারিগরী কুশলতার অভাব প্রভৃতি কারণে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো অনমনীয় হওয়ায় রপ্তানি বৃদ্ধি আশানুরূপ করা সম্ভব হচ্ছে না।

উপসংহারে বলা যায়, ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণের পর কয়েক বৎসর ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার বিশাল সঞ্চয় ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে নজর কাড়ার মতো হলেও একথা জানা প্রয়োজন যে এটি কিন্তু লেনদেন ব্যালেন্সের উন্নতি নয়। এর প্রধান কারণ হল শেয়ারে বিনিয়োগযোগ্য বৈদেশিক ঋণ ও বৈদেশিক সাহায্য।

● **১৭.৩.৩. ভারতের লেনদেন ব্যালেন্সের ঘাটতির বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা (Steps taken Against Deficit in Balance of Payments) ঃ** ভারত সরকার ভারতের লেনদেন ব্যালেন্সে ঘাটতি শুরু হওয়ার সময় থেকেই ঘাটতি দূর করার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাগুলি আলোচনা করা হল ঃ

(১) **রপ্তানি বৃদ্ধি ঃ** ভারত সরকার ভারতের লেনদেন ব্যালেন্সে ঘাটতি দূর করার জন্য রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(ক) **সম্ভাবনাপূর্ণ রপ্তানি দ্রব্য নির্বাচন ঃ** রপ্তানি প্রসারের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এমন কতকগুলি দ্রব্য নির্বাচন করেছে যেগুলির রপ্তানির সম্ভাবনা প্রচুর। যেমন পরিকল্পনার প্রথম দিকে এই ধরনের দ্রব্যগুলি হল পাটজাত দ্রব্য, তামাক, তৈলবীজ, তিসি ইত্যাদি। বর্তমানে সম্ভাবনাময় নির্বাচিত রপ্তানিজাত দ্রব্যগুলি হল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, রাসায়নিক ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্য, মণিমুক্তো ও অলঙ্কার, তৈরি পোশাক, মাছ ও মাছজাত দ্রব্য, সামুদ্রিক দ্রব্য ইত্যাদি। ভারত সরকার দ্রব্যভিত্তিক রপ্তানি সম্প্রসারণের চেষ্টা ছাড়াও সরকার কারিগরী কৌশল ভিত্তিক ও দেশভিত্তিক রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণের ফলে মধ্য এশিয়া, আফ্রিকার দেশগুলিতে কারিগরী কৌশলের রপ্তানির প্রসার ঘটছে এবং রপ্তানি বাণিজ্যে নতুন নতুন দেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে।

(খ) **রপ্তানিকারীদের সুবিধা দান ঃ** ভারত সরকার রপ্তানি প্রসারের উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, নানা ধরনের আর্থিক সাহায্য, কর রেহাই, পরিবহন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। রপ্তানিকারীদের দেশি ও বিদেশি কাঁচামালের যোগান সুনিশ্চিত এবং রপ্তানি শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য উদার আমদানি নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সমস্ত সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে নগদ ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা (Cash Compensatory Scheme), শুল্ক ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা (Duty Drawback Scheme), রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্র (Export Processing Zone) গঠন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় রপ্তানিজাত দ্রব্যকে প্রতিযোগিতায় ক্ষমতা অর্জনের জন্য অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল (Free Economic Zone) গঠন করা হয়েছে। এছাড়া বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone) গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ভারত সরকার রপ্তানি বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কমিটিগুলি হল টি.সি. কাপুরের সভাপতিত্বে রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা কমিটি, রপ্তানি অর্থ সংস্থান কমিটি, আলেকজাণ্ডার কমিটি, ডাগলি কমিটি, আবিদ হুসেন কমিটি ইত্যাদি। এই সমস্ত কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার রপ্তানিকারীদের সুবিধা প্রদানের বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

(গ) **প্রতিষ্ঠানগত সাহায্য ঃ** ভারত সরকার ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে স্থাপন করেছে যেমন ঃ

(i) টি.সি. কাপুরের সভাপতিত্বে রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে **রপ্তানি ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন** (Export Risk Insurance Corporation) স্থাপন করা হয় এবং পরবর্তীকালে **রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা কর্পোরেশন** (Export Credit Gurantee Corporation) গঠিত হয়।

(ii) এস. ভি. কৃষ্ণমূর্তি রাও-এর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুসারে **রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (প্রাইভেট) লিমিটেড** [State Trading Corporation of India (Private) Limited] গঠিত হয়।

(iii) শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পরামর্শে রপ্তানি প্রসারের উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থার মূল্যায়নের জন্য স্থাপিত হয় **বাণিজ্য বোর্ড** (Board of Trade)।

(iv) মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানি প্রসারের জন্য স্থাপিত হয় **বাণিজ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ** (Trade Development Authority)।

Scanned with CamScanner

(v) চা, কফি, রবার, সিল্ক, নারকেল দড়ি ইত্যাদি দ্রব্যের রপ্তানির জন্য স্থাপিত হয় **রপ্তানি প্রসার পর্ষদ** (Export Promotion Council)।

(vi) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য ও তাঁতশিল্পজাত দ্রব্যের নিজ নিজ ক্ষেত্রে রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় **হস্তশিল্পজাত ও তাঁত শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি কর্পোরেশন** (Handicrafts and Handloom Export Corporation)।

(vii) সমুদ্রগামী বন্দরজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয় **সামুদ্রিক দ্রব্যাদির উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ** (Marine Product Development Authority)।

(viii) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করে ভারতীয় রপ্তানিজাত দ্রব্যকে বিদেশিদের কাছে প্রচারের জন্য স্থাপন করা হয় **বাণিজ্য প্রদর্শনী সংস্থা** (Trade Fair Authorities)।

(ix) ভারতীয় দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্থাপিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল **বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান** (Institute of Foreign Trade), **প্যাকিং সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান** (Institute of Packing), **রপ্তানি আমদানি ব্যাঙ্ক** (Export-Import Bank) ইত্যাদি।

(2) **আমদানি হ্রাস** ঃ আমদানি হ্রাসের জন্য সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেগুলি হল ঃ

(ক) **কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি** ঃ খাদ্যশস্যের আমদানি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই অব্যাহত আছে। খাদ্যশস্যসহ কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তনের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, ঋণের প্রসার ইত্যাদির মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে ভারতে খাদ্যের সমস্যা এখন আর পূর্বের তুলনায় না থাকলেও খরার বৎসরগুলিতে খাদ্য সংকট দূর করার জন্য এবং খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য এখনও খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির ফলে কৃষিজাত কাঁচামালের আমদানি যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

(খ) **আমদানি পরিবর্ত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি** ঃ দেশের অভ্যন্তরে যথাসম্ভব আমদানি পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার করাকে **আমদানি পরিবর্ত কৌশল** বলে। ভারতে আমদানি পরিবর্ত কৌশল দীর্ঘদিন ধরে বহাল আছে। এই কৌশলে অনুসরণে আমদানি পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আমদানি পরিবর্ততার কৌশল গৃহীত হওয়ার পর মূলধনী দ্রব্যের আমদানি হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। বহু শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে তা দেশের মধ্যে বর্তমানে উৎপাদন করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় নয় এমন দ্রব্যের আমদানি অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

(গ) **বিনিময় নিয়ন্ত্রণ** ঃ বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় সরকারের সম্মতি ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় প্রয়োজন এই ধরনের কোনো অর্থনৈতিক কাজ থেকে বিরত হওয়া। ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণের পূর্বে বিনিময় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকার আমদানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

(৩) **বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক ঋণ** ঃ লেনদেন ব্যালেন্সের ঘাটতি দূর করার জন্য ভারত সরকার দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করেছে। এছাড়া ভারত সরকার আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF) থেকে ঋণগ্রহণ, অর্থ তোলার বিশেষ অধিকার (SDR), বর্ধিত তহবিল সুবিধা (Extended Fund Facility) ইত্যাদি গ্রহণ করেছে। এমনকি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে ঋণ গ্রহণের শর্ত হিসাবে ভারত সরকার 1991 সালে সরকারিভাবে ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়ন (Devaluation) করা হয়। এছাড়াও ভারত বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্যোগে গঠিত ভারত সাহায্য সংস্থা (Aid India Consortium) থেকেও ঋণ গ্রহণ করেছে।

(৪) **কাঠামোগত সংস্কার** ঃ 1990-এর দশকে ভারত সরকার লেনদেন ব্যালেন্সের ঘাটতি দূর করার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি এককথায় কাঠামোগত সংস্কার নামে পরিচিত। কাঠামোগত সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি উদার, উন্মুক্ত, খোলামেলা ও অবাধ করা হয়। স্বাধীনতার পর থেকে রপ্তানিকারীদের ভরতুকি দেওয়ার নীতির বিলোপ সাধন করা হয়। রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত আমদানিপূরণ লাইসেন্স (Replenishment Licence : REP) ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে রপ্তানি-আমদানি সার্টিফিকেট (Exim Scrip) চালু করা হয়। রপ্তানির ক্ষেত্রে অগ্রিম লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে রপ্তানিকারীরা যে সমস্ত উপাদান ব্যবহার করে সেগুলি শুল্কবিহীন হয়। এই সময়ের রপ্তানি-আমদানি নীতিতে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়। দেশের বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটানো হয় 1992-93 সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে। এই বাজেটে দ্বৈত বিনিময় ব্যবস্থার নীতি গৃহীত হয়। এই নীতি

Scanned with CamScanner

অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রার 40 শতাংশ সরকার নির্দিষ্ট বিনিময় হারে এবং বাকি 60 শতাংশ বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতে টাকায় রূপান্তরিত করার নীতি গ্রহণ করা হয়। 1993-94 সালের বাজেটে আবার বাণিজ্য খাতে ভারতীয় মুদ্রার পূর্ণ রূপান্তর যোগ্যতা ঘোষণা করা হয়। এই ধরনের বিনিময় হার প্রবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য হল রপ্তানি সম্প্রসারণ।

এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ভারতের লেনদেন ব্যালেন্সের সমস্যা থেকে ভারত কয়েক বৎসর কিছুটা মুক্তি পেলেও বর্তমানে এই সমস্যা আবার দেখা দিচ্ছে।

● **১৭.৩.৪. ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি : আমদানি-রপ্তানি নীতি (Foreign Trade Policy of the Government of India : Import-Export Policy : Exim Policy) :** ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির দুটি অংশ। একটি হল আমদানি নীতি এবং অপটি হল রপ্তানি নীতি। স্বাধীনতার পর থেকে 1980-এর দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই দুটি নীতি পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা ও নির্ধারিত হত। কিন্তু বাস্তবে এই দুটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হওয়ায় বিষয়টি ভারত সরকার উপলব্ধি করে। 1980-এর দশকের প্রথম ভাগ থেকে এই দুটি নীতিকে সুক্ষ্মভাবে বিবেচনা করে একটি যৌথ আমদানি-রপ্তানি নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ শুরু হয়। 1990-এর দশকের শুরুতে ভারতে যে নতুন অর্থনৈতিক নীতি গৃহীত হয় তার প্রভাবে ভারতের বাণিজ্য নীতি বা আমদানি-রপ্তানি নীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। নতুন অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তনের পর থেকে ভারতে যে বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা আলোচনা করা হল :

ভারত সরকার 1991 সালের জুলাই মাসে নতুন বাণিজ্য নীতি ঘোষণা করে। 1991 সালের নতুন বাণিজ্য নীতি ঘোষণার সময় কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতি নানা দিক দিয়ে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে ছিল। 1991 সালের বাণিজ্য নীতির ও পরবর্তীকালের বাণিজ্য নীতির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল :

(১) 1991 সালে ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে 1966 সাল থেকে প্রচলিত নগদ ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

(২) বাণিজ্য নীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির বাধানিষেধ দুর করে অবাধ অর্থনীতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত আমদানি লাইসেন্স বা আমদানি পূরণ লাইসেন্স (Replenishment Licence : REP) নীতির পরিবর্তন করা হয়। নতুন ব্যবস্থায় আমদানি পূরণ লাইসেন্স (REP)-এর নাম বদল করে **আমদানি-রপ্তানি** সার্টিফিকেট বা এক্সিম স্ক্রিপ (Exim Scrip) রাখা হয়। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল দ্রব্য আমদানি-রপ্তানি অধিকতর সচল করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাণিজ্যে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এই স্ক্রিপ নিয়ে অবাধে বাণিজ্য করা যাবে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই বাণিজ্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বেশি সুবিধা পায় সেই সমস্ত শিল্প যাদের রপ্তানির ক্ষেত্রে আমদানির পরিমাণ কম।

(৩) জীবনদায়ী ঔষধ ও ক্ষুদ্র শিল্প ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার নীতি ঘোষিত হয়। এই দুই শ্রেণীর উৎপাদকরা খোলা সাধারণ লাইসেন্স (Open General Licence : OGL)-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করতে পারবে।

(৪) রপ্তানি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বাণিজ্যগোষ্ঠীগুলিকে অতিরিক্ত লাইসেন্স দেওয়ার যে নীতি প্রচলিত ছিল তা তুলে দিয়ে 30 শতাংশ এক্সিম স্ক্রিপ চালু হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

বর্তমানে ভারতে 15টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) আছে। এগুলি হল : কান্দলা, সুরাট, কোচি, সান্তাক্রুজ, ফলতা, সল্ট লেক (কলকাতা), চেন্নাই, বিশাখাপত্তনম, নয়ডা, ইন্দোর এবং জয়পুর ইত্যাদি। এই সমস্ত অঞ্চলে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে সেই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ সুবিধা, যেমন 15 বৎসরের জন্য কর ছাড়, প্রকল্পের ছাড় পত্রের জন্য এক জানালা ব্যবস্থা (Single Window System) ইত্যাদি দেওয়ার জন্য সরকারের তরফ থেকে বর্তমানে চেষ্টা চলছে।

১৭.৩.৪.১. 1991 সালে ঘোষিত ও পরবর্তী সময়ে সংশোধিত ভারতের